দূর্গাপুর উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত আজকের ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে উপস্থিত সম্মানিত বিভিন্ন দপ্তরের দফতর প্রধানগণ, বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াবৃন্দ, প্রিয় এলাকাবাসী এবং সুপ্রিয় কোমলমতি ছাত্র/ছাত্রীগণ আমার শুভেচ্ছা এবং ছালাম। আজকের এই দিনে, আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি।

বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসের শৌর্য-বীর্যের এক অবিস্মরণীয় গৌরবময় দিন আজ। বীরের জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার দিন আজ। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন ভূখন্ডের নাম জানান দেওয়ার দিন আজ।

বাঙালি জাতি একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। ৩০ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা অর্জন করেছি।

সম্মানিত সুধী, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্মম গণহত্যা চালায়। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়, কিন্তু এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ২৬শে মার্চেই। তাই এই দিনটি আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক, সংগ্রামের চেতনা এবং আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল।

স্বাধীনতা মানে শুধু একটি ভূখন্ডের স্বাধীনতা নয়, এটি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রতীক। এটি আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক স্বকীয়তার অধিকার। আমাদের স্বাধীনতা এসেছে অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে, তাই এর মূল্য রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে। দারিদ্র্যের হার কমেছে, শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ অনেক উন্নয়ন সাধন করেছে, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শল্পিক প্রায় সব ক্ষেত্রেই উন্নয়নের ছোয়া লেগেছে তবে, দুর্নীতি, বেকারত্ব, সামাজিক বৈষম্য এখনও আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ।

আমাদের স্বপ্ন—একটি দুর্নীতিমুক্ত, প্রযুক্তিনির্ভর, উন্নত বাংলাদেশ। যেখানে সব নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে, শিক্ষার মান আরও উন্নত হবে, অর্থনীতি হবে স্বনির্ভর, এবং সর্বোপরি—গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার থাকবে সুসংহত।

প্রিয় উপস্থিতি, তরুণরাই জাতির ভবিষ্যৎ, তাদের হাতেই দেশের আগামী দিনের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। তাই তাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানা ও তা নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে কেউ ইতিহাস বিকৃত করতে না পারে। অন্যায়, দুর্নীতি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়ানো তরুণদের নৈতিক কর্তব্য, কারণ ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতন সমাজের প্রয়োজন। প্রযুক্তি, শিক্ষা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়া অপরিহার্য, কেননা একটি উন্নত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়তে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার বিকল্প নেই। সর্বোপরি, তরুণদের দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে দেশকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে পারে।

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা,
তোমাদের হাতেই আগামী বাংলাদেশের নিয়তি। তোমরাই হবে নতুন সূর্য, যারা জাতিকে আলোকিত করবে। দেশের জন্য কাজ করবো, সততা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবো। আজকের এই মহান স্বাধীনতা দিবসে আসুন, আমরা একযোগে শপথ নেই—
”বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবো, রক্তের ঋণ শোধ করবো উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে।” কবির ভাষায় বলতে চাই-

অর্জিত স্বাধীনতা কেবল একটি ঘটনা নয়,
জীবনধারার প্রাত্যহিকতায় মুক্তির আবেশ
দায়িত্ব এদেশের প্রতিটি সন্তানের কাঁধে,
আগামী দিনে গড়তে হবে সোনার বাংলাদেশ।

পরিশেষে, আবারও মহান স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। সেই সাথে আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।